পাহাড় তং পেরিয়ে

নুথোয়াই মারমা

উৎস প্রকাশন

প্রকাশনার চব্বিশ বছর
উৎস প্রকাশন

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮০২৯৬৭৬০২৫, ০১৭১৫৪০৪১৩৪
ই-মেইল : utsopro2001@gmail.com

প্রচ্ছদ
উ ওয়ং শৈ মারমা

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স
৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

দাম : ৩০০ টাকা

Pahar Tong Periye By Nuthowain Marma (Barang) Published by Mustafa Salim of Utso Prokashan 127 Aziz super market (3rd floor), Shahbagh, Dhaka 1000.

ISBN : 978-984-98454-0-9

উৎসর্গ

সুদিন আসবে বলে একদিন তাঁরা ঘর ছেড়েছিল..
সুসময় আসবে বলে যাঁরা একদিন রাস্তায় নেমেছিল..
তারপর তাঁরা দিগন্তে হারিয়ে গেছে প্রকৃতির মিছিলে..
হয়ত আবার বিজয়ের বেশে ফিরে আসবেই...

বইটি বাবাকেই উৎসর্গ করলাম।

লেখকের কথা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মারমা ভাষায় তং-এর শব্দগত অর্থ হলো পর্বত। আর পাহাড়কে কোং বা তাইংহ্রাং নামেই অভিহিত করি। 'পাহাড় তং পেরিয়ে' বইটি সংস্কৃতিনির্ভর একটি ভ্রমণকাহিনি। আমরা নিজ বাড়ির উঠোন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে যতোটা অভ্যস্ত, বাড়ির বাইরে সমাজ ও তার চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ততোটা আগ্রহী নই। কেননা, আমরা দিনদিন ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে বন্দী হয়ে পড়ছি। আমরা ভাবছি নিজে ভালো থাকতে পারলেই বেঁচে যাই। সামাজের যা ইচ্ছে হোক। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভালো না থাকতে পারলে সেটাকে ভালো থাকা বলে না। পাহাড়ে আদিবাসীদের ওপর চলমান নিপীড়নের ইতিহাস বেশ পুরোনো। আদিবাসীদের ভিটে-মাটি বেদখল, বন ধ্বংস, ঝিরির পাথর উত্তোলন, পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থার সুনিপুণ কৌশল, রমরমা পর্যটন শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের নামে স্থানীয় নৃ-গোষ্ঠীদের উচ্ছেদ, পরিবেশ দূষণ ও সাংস্কৃতিক সংকট তৈরি করাও কোনো নিত্যনতুন ঘটনা নয়। এসব পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্ন। যেসব প্রশ্নের সমাধান খুবই জরুরি।

প্রকৃতিবাদী দর্শন যা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনচর্চার অন্যতম উপকরণ, সেই দর্শনের আলো যেন সাধারণ পাঠকবৃন্দের মাঝে প্রজ্বলিত হয়, সে প্রচেষ্টা চালিয়েছি উক্ত ভ্রমণকাহিনিতে। আমার বিশ্বাস, নতুন প্রজন্ম অবশ্যই এই ভূখণ্ডের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংকট নিয়ে নতুন করে ভাববে। সমাধানের পথ বের করবে। ২০২৩ সালে বান্দরবানে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাজারো মানুষের আহাজারি পরিবেশগত বিপর্যয়ে সংকটের রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে।

কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার দাদা শ্রদ্ধেয় উবামং মারমা'র প্রতি। যার অনুপ্রেরণায় লেখালেখির জগতে নির্ভয়ে স্বপ্ন বুনতে শুরু করতে পেরেছি। অশেষ ধন্যবাদ জানাই খবির উদ্দিন ভাইকে। যিনি এই কাহিনির বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরে সবসময় সুপরামর্শ দিয়ে পাশে থেকেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই তরুণ প্রজন্মের লেখক এ্যাহ্লামং, ইঞ্জি. ক্যসাচিং (অব.) ও সাহিত্যিক ড

কিকিএ প্রমুখগণকে। যাঁরা শুরু থেকে আমাকে সাহস ও আস্থা জুগিয়েছেন। সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করতে হবে যে মানুষটির প্রতি, তিনি আমার মা, একজন সংস্কৃতিমনা, সমাজসচেতন, প্রতিবাদী ও স্নেহ-ভালোবাসার অপার ভাণ্ডার–কোয়াইংসাংউ মারমা।

নুথোয়াই মারমা (বারাঙ)
২০৮নং জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

২০২০ সাল। সারা পৃথিবীতে কোভিড-১৯ মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময়টা বছরের অন্যান্য সময়ের মতো নয়। পুরো পৃথিবী একটা ভিন্ন রকম সংকটের সম্মুখীন। পুরো পৃথিবীর মতোই বাংলাদেশও এই মহামারির প্রকোপ থেকে দূরে নেই। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশেই জনমনে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। সব জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সরকারি-বেসরকারি নানান প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা এসে গেছে। যেকোনো সময় সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর লকডাউনের ঘোষণা আসতে পারে। চারদিকে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এমন অবস্থায় রাজধানীর একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর মনে ভিন্ন রকম ফন্দি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিয়াম, ডচেং, বামং, এলিয়ট, রকি, ববি ও নোভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান' বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী। ওদের মধ্যে ডচেং আর বামং জাতিগত পরিচয়ে মারমা। বামং-এর বাড়ি রোয়াংছড়ি উপজেলার খাব্রে এলাকায়। ডচেং-এর বাড়ি রুমা উপজেলায় বগালেকের পাশে প্রেলুংতং গ্রামে। আর সিয়াম ও ববি ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানের বাসিন্দা। নোভা ও রকির বাড়ি উত্তরবঙ্গের রাজশাহীতে। সাত জনের বাড়ি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হলেও ওরা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সিয়াম দেখতে সুদর্শন, শান্ত-শিষ্ট ও দুঃসাহসী। এলিয়ট মেক্সিকান নাগরিক। পড়াশোনার খাতিরে ঢাকায় বসবাস করছে। রোগা-পাতলা, উস্কো-খুস্কো চেহারার একটি ছেলে। দেখলেই বোঝা যায়, সে অ্যালকোহলে অভ্যস্ত। রকি খুবই চটপটে স্বভাবের। কথা ও কাজে সে যেন সবার চেয়ে একটু বেশিই চতুর। ভিয়েতনামি ও চাইনিজের সংমিশ্রণে এক ব্যতিক্রমী চেহারার অধিকারী বামং। চুল হালকা বাদামি ও সোজা। চেহারায় ফর্সা ও শান্ত স্বভাব। ডচেং খুব মিশুক। দেখতেও বেশ সুন্দরী। ওর ডাকনাম সুচি। সবার থেকে একটু বেশি কথা বলাই যেন ওর স্বভাব। নেতৃত্বগুণ ওর সহজাত। বন্ধুরা ওর রূপে-গুণে মুগ্ধ। অনেক সময় মজা করে সবাই ওকে অংসান সুচি বলে ডাকে। নোভা খুবই ভালো মেয়ে। গায়ের রং শ্যামলা।

দেখে মনে হয় মনিপুরী। চোখে সারাক্ষণ চশমা এঁটে থাকে। ববি খুব সহজ-সরল। সবার চেয়ে কম কথা বলে। ভারি লাজুক প্রকৃতির। মাঝেমধ্যে গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে। লেখালেখিতেও বেশ পারদর্শী সে। বিশেষ করে কবিতা যেন পাখির ডাকের মতোই ওর কলমের ডগায় প্রস্তুত থাকে। লেখালেখি ও প্রকাশনা সংস্থার সাথেও টুকটাক জড়িত সে। বন্ধুরা ওকে 'প্রকৃতির কবি' বলে সম্বোধন করে। এই দলের সবাই খুব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলেই সবাই যেন নেচে ওঠে। কারোর মনই আর ঘরে থাকতে চায় না। ওদের স্বপ্ন একদিন ওরা পুরো পৃথিবীর ভ্রমণ করবে। ভ্রমণ করবে সাগর-মহাসাগর ও পাহাড়-পর্বত। তবে ভ্রমণের শুরুটা হবে নিজ দেশকে ঘিরে। কেননা বাংলাদেশেও দেখার মতো অনেক কিছুই আছে। নিজের দেশ থেকেও অনেক কিছু শেখার ও জানার আছে। কারণ নিজের দেশকে ভালোভাবে না দেখে অন্যের দেশ দেখতে যাওয়া মানেই হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার থেকে শুরু করে পাহাড়-পর্বত, ঝরনা, লেক ও নানা ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। আরও কত কী!

একদিন ক্লাসে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মংসানু ল্যান্ড রিসার্চ প্রজেক্টের গ্রুপ ভাগ করে দিলেন। ওরা সবাই পড়ল 'বি' গ্রুপে। ওদের গবেষণা এলাকা নির্ধারিত হলো, বান্দরবান। এটা জেনে ওরা খুবই উচ্ছ্বসিত হলো। কেননা গবেষণার পাশপাশি পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে ওরা। ক্লাস শেষে একদিন টিএসসিতে চায়ের আড্ডায় সবাই নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরতে শুরু করলো। আগামী কোরবানি ঈদের ছুটিতেই সাতজন মিলে গবেষণার উদ্দেশে বান্দরবান রওনা দেবে।

আড্ডার মাঝে সিয়াম উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো, 'বামং, তোর বাড়ি তো রোয়াংছড়ি। চল না আমরা পাহাড় ও মেঘের দেশে যাই। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে যে আমরা এখনও পাহাড়ে যাইনি! আমাদের দেশের অভ্যন্তরে এতো সুন্দর একটা পাহাড় আছে অথচ আমরা সেটার খোঁজই জানি না। সেখানে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী ও অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদ রয়েছে। পাশাপাশি ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এতোদিনে আমরা একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়েছি বন্ধু। এই সুযোগ আমরা কোনোভাবেই মিস করতে চাই না। ববি কী বলিস?'

'হ্যাঁ, আমারও পাহাড় ভালো লাগে। পাহাড় দেখার খুব শখ। এবার তো যেতেই হবে! আমরা কোনোভাবেই তোদেরকে ছাড়ছি না। ডচেং, তোদের জেলার নামটাও অদ্ভুত। সেখানে গেলে বানর, বাঘ আর ভাল্লুক এসে আক্রমণ করবে নাতো?'—ববি বললো।

'হুম, মাঝেমধ্যে আক্রমণ করে। রাতে বাঘের হুংকার শোনা যায়। হাতিরা দল নিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করে। আর ভালুকের সামনে পড়লে তো একবারেই শেষ! তবে পরিস্থিতি এতোটাও খারাপ নয়। নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সতর্ক থাকলে তেমন কোনো ভয় নেই।'—ডচেং বললো।

ডচেং-এর কথা শেষ হতে না হতেই বামং বললো, 'আমার মনেহয় এসব বড় বড় হিংস্র প্রাণীর তুলনায় আকারে ছোট প্রাণীরাই বেশি বিপজ্জনক। রক্তচোষা জোঁক, বিষাক্ত সাপ, গুইসাপ দেখলে তোরা তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবি। পাহাড়ে আরও যে কতো ভয়ংকর প্রজাতির প্রাণী আছে আমরা তার ক'টাই বা জানি?'

নোভা বললো, 'বলিস কী! এসব আমি খুব ভয় পাই।'

সিয়াম বলে উঠলো, 'আহা! কোনো সমস্যা নেই দোস্ত। তোর জন্য ফাইট করতে আমি প্রস্তুত আছি তো।'

ওদেরকে থামিয়ে এলিয়ট বললো, 'হয়েছে, আর মজা করিস না। এবার ম্যাপে সার্চ করে ঠিক কর আমরা কোন কোন স্পটে যেতে পারি।'

বামং বললো—'বান্দরবানে ঙাফাখুম, নাইঅইং-দেবতাখুম, তেংপ্লংচুট-নীলগিরি, নীলাচল আর ছোট ছোট পাহাড় ও ঝরনাতো আছেই। তবে স্পেশালি তোদের কোনো পছন্দের জায়গা থাকলে সেখানেও যাওয়া যাবে। একই সাথে ডচেংদের এলাকায় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে থাকা ম্রো, চাক, খুমি ও খেয়াংদের সংগ্রামী জীবন-জীবিকার বাস্তব দৃশ্যও উপভোগ করতে পারি আমরা।'

এলিয়ট হঠাৎ বলে উঠলো, 'শোন্, এসব ঙাফাখুম, দেবতাখুম ও বগালেকে প্রচুর পর্যটক ভিড় করে। আমরা বরং ব্যতিক্রম কোনো জায়গায় যেতে পারি কিনা দেখ্। যেসব জায়গায় কেউ কখনো পা রাখেনি, আমরা সেসব জায়গা আবিষ্কার করবো। আর আমরা চাকমা, লুসাই ও বমদের বাড়িতে রাত কাটাবো। সেখানকার পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবো। আমার মনে হয় এটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। কী বলিস তোরা?'

নোভা এলিয়টকে সমর্থন করে বললো, 'হ্যাঁ বন্ধু, তুই ঠিক বলেছিস।'

ববিও তাদেরকে সমর্থন জানিয়ে বললো, 'আসলেই একটি রোমাঞ্চকর ট্রিপ হবে।'

সবার কথার ফাঁকে রকি গুগল ম্যাপে ট্যুরিজম স্পটগুলো খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে সে তিনমুখ পাহাড়ের ত্রিদেশীয় বিন্দু সন্ধান পেলো, যা ভারত, মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সীমান্তের শেষ বিন্দু। এখানে বান্দরবানের রুমা হয়ে ও রোয়াংছড়ি হয়ে যাওয়া যায়। এর পাশেই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত। যেখান থেকে ভারত ও মিয়ানমারের বিভিন্ন শহরকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এখানে একটি পাথরের পিলারে তিন দেশের নাম হিন্দি, বাংলা ও ম্রাইমা ভাষায় খোদিত আছে। তিন দেশের পতাকাও খোদাই করা আছে পিলারে। পিলারটির উচ্চতা সাত ফুট।

রকি উৎফুল্ল হয়ে বললো, 'চল্ দোস্ত, আমরা সেখানে যাই।'

বামং বললো, 'হুম যাওয়া যায়। তবে এটা অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল। একই সাথে ঝুঁকিপূর্ণ। ঘন জঙ্গলে পূর্ণ বিস্তীর্ণ পাহাড়। যেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। যাওয়ার পথে আমরা বেশকিছু ঝরনা ও ছোট-বড় পাহাড় আবিষ্কার করতে পারবো। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উঁচু পর্বত তাজিংডং, সাকা হাফং, আইয়াং ত্লংও দেখতে পারবো আমরা। কিন্তু সেখানে যেতে হলে স্থানীয় একজন গাইড অবশ্যই সাথে নিতে হবে।'

ববি বলে উঠলো, 'এসব কোনো ব্যাপার না। সেখানে গেলে সব ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো। তাহলে এটাই ফাইনাল। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ঈদের ছুটিতেই আমরা যাচ্ছি। তোরা কী বলিস?'

সিয়াম বললো, 'ঠিক বলেছিস তুই। আমি তোর সাথে সহমত।'

এক এক করে সবাই সহমত পোষণ করলো। আজকের মতো আড্ডা শেষ করে যে যার বাসার উদ্দেশে রওনা দিলো। রাতে সিয়াম একটি মেসেঞ্জার গ্রুপ খুললো 'Journey to Bandarban' নামে। কিছুক্ষণ মেসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রামে কনভারসেশন হলো। গ্রুপের লিডার হিসেবে সিয়ামকে মনোনীত করা হলো। কোনো বিশেষ সমস্যা বা বিপদে সবাই সিয়ামের নির্দেশ মেনে চলবে। সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো যে একেঅপরকে সবসময় সহযোগিতা করবে। কাউকে না জানিয়ে কোথাও বেরোবে না। সিয়াম সবাইকে জানিয়ে দিলো, যে যার যার লাইফ জ্যাকেট, পকেট রাউটার, স্লিপিং নেট, ব্যাগ, কাপড়, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নিবে। কেননা পাহাড়ের নির্ঝঞ্ঝাট ট্যুর অভিযান সফল করতে হলে

এসব সঙ্গে করে রাখতে হয়। ওগুলো খুব দরকারি। স্থির করা হলো তারা জুন মাসের ২২ তারিখে বান্দরবানের উদ্দেশে রওনা দেবে।

দেখতে দেখতে জুন ২১ তারিখ চলে আসলো। রাতে সিয়াম সবাইকে গ্রুপে জানিয়ে দিলো, 'সবাই প্রস্তুত থাকো। বান্দরবানের উদ্দেশে কমলাপুর স্টেশন থেকে রাত ১১ টায় সেন্ট মার্টিন বাসে অনলাইনে টিকিট বুকিং করে রেখেছি। সবাই নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসবে।'

***

২২ জুন ২০২০।

রাত ১০ টা ৩০ মিনিট। একে একে সবাই বাস কাউন্টারে এসে পৌঁছলো। কেউ এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় হল থেকে, কেউ বাসা থেকে। বাস ছাড়ার সময় এসে গেছে। কিন্তু সিয়াম এখনো এসে পৌঁছায়নি। সবাই বাস কাউন্টারে বসে সিয়ামের জন্য চিন্তা করতে লাগলো। নোভা অনেকবার সিয়ামের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলো। ওর ফোন ব্যস্ত দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর সিয়াম কল ধরে বললো, 'সরি, দোস্ত। আমার উবার জ্যামে আটকে গেছে। চিন্তা করিস না। বাস ছাড়ার আগে পৌঁছাতে পারবো অবশ্যই।'

এই ফাঁকে সবাই মুদি দোকান থেকে যার যার প্রয়োজনীয় জিনিসদ্রব্য কিনে নিলো। চিপ্স, চকলেট, কোমল পানীয় ইত্যাদি। এলিয়ট বাস কাউন্টারের পাশে শিমুল গাছের নিচে বসে আপন মনে সুইস সিগারেট টানতে থাকলো। ডচেং অপেক্ষা করছে সিয়ামের জন্য। এতক্ষণে সবাই বাসে উঠে গেছে। যে যার সিটে চেপে বসেছে। ঠিক দশ মিনিট পরই সিয়াম কাউন্টারে চলে আসলো।

সিয়াম আসার সাথে সাথেই ডচেং বললো, 'কিরে এতো দেরিতে ... তুই গ্রুপের লিডার হয়ে এমন কাজ করলে হবে?'

সিয়াম লজ্জিত হয়ে বললো, 'আর বলিস না দোস্ত। ঢাকা শহরে যে জ্যাম! চল্ চল্, সময় হয়ে গেছে। আমরা বাসে উঠে পড়ি।'

ডচেং বললো, 'চল্ তবে, যাওয়া যাক।'

বাসে উঠে সিয়াম সবার সাথে হাত মেলালো। তারা একেঅপরের সাথে কুশল বিনিময় করলো। কিছুক্ষণ পর সুপারভাইজার এসে সবাইকে ঈদের

অগ্রিম শুভেচ্ছা জানালো। সুপারভাইজার বললো, সবার জার্নি সুন্দর ও নিরাপদ হোক। বাসটি চলতে শুরু করলো। কয়েক কিলোমিটার যেতেই...

রকি বললো, 'কিরে, তোরা ঘুমিয়ে গেলি নাকি? কেউ একটা গান ধর।'

'কোন গানটা ধরা যায়?'—এলিয়ট বললো।

সিয়াম প্রস্তাবনা রাখলো যেন একটি মারমা ভাষার গান ধরা হয়। সে প্রস্তাবনা গৃহীত হলো। ডচেং খালি গলায় গান ধরলো—

'আক্যোয়াইংরো প্রে বাংলাদেশ সায়াহ্লাবারে,
আক্যোয়াইংরো আম্যুসাহরো চিলুংবাগাইমে।
তইংপ্রে তোহতাকফোগো, ক্যোয়াইংরোগা তাওয়েংছংগেমে।'

অর্থাৎ সুন্দর সমৃদ্ধ মোদের বাংলাদেশ/ একটা মূলমন্ত্রে এগিয়ে যাবো/ উন্নতির জন্যে একসাথে এগিয়ে যাবো।

এরপর মারমা গান শেষে রকিও বাংলা একটা গান ধরলো।

মন শুধু মন ছুঁয়েছে ও সেতো মুখ খুলেনি-ও ও ...
সুর শুধু সুর তুলেছে ও ভাষাতো দেয়নি মন শুধু মন ছুঁয়েছে ..

সবাই রকির সাথে সুর মিলিয়ে গান করতে থাকলো। বাসের মধ্যে যেন রীতিমতো উৎসব শুরু করেছে ওরা। আসলে এতোগুলো বন্ধু মিলে পাহাড়ে যাচ্ছে বলেই ওদের মধ্যে এতো উচ্ছ্বাস। ওদের আনন্দ যেন আর ধরে না। বাসে ওঠেই সেটার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

গান শেষ করে সবাই ঝিমোতে লাগলো। বাসটি আগের চেয়ে দ্রুত বেগে চলতে থাকলো। ৭০-৮০ কিলোমিটার গতিতে বাস চলার সময় ঘুমের ঘোরে ওরা হিন্দি গানের সুর শুনতে পাচ্ছিলো। ওদের গান শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে বাসের ড্রাইভার মৃদুশব্দে হিন্দি গান চালিয়ে দিয়েছে। সাউন্ড বক্সে 'মুসু মুসু হাসি দিলমা লাইলাই, মুসু মুসু হাসি দেও।' গানটি বাজাতে থাকলো। বলা যায় নাইট কোচের বাসগুলোতে এটা একটা সাধারণ রীতি। গভীর রাতে বাসের গতির সাথে মৃদুশব্দে হিন্দি বা অন্য যেকোনো গানই খারাপ লাগে না।

রাত ৩ টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের বিখ্যাত হেবাং রেস্তোরার সামনে বাসটি থামলো। খাবার ও ফ্রেশ হবার জন্য বিশ মিনিট বিরতি দেওয়া